JAN 12 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘন ঘন ভিসি বদল

ঘন ঘন ভিসি বদলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ধারাবাহিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে আছে। ১৯৮১ সালের ৩১শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন উপাচার্যের মধ্যে একজন ছাড়া কেউই তাদের চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। (অবশ্য বর্তমান উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন ১১ই ডিসেম্বর, ২০০১।) সকলকেই রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রচণ্ড চাপের কারণে সরে যেতে হয়েছে ভিসির পদ থেকে। উপাচার্যদের প্রায় সকলেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এর মধ্যে একজনকে জিয়াউর রহমান, একজনকে এরশাদ, দুই জনকে প্রথম বিএনপি সরকার, দুই জনকে আওয়ামী লীগ সরকার এবং সর্বশেষ উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন এখনকার বিএনপি সরকারের আমলে গত ১১ই ডিসেম্বর। আগের ছয় উপাচার্যের বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আমলের চারজনের মধ্যে দুইজন ছিলেন স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া পরিষদের নেতা, একজন বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা। আগের ছয়জন উপাচার্যের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো সময় ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র শিবির এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন করেছে। রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে তাদের অপসারণ দাবি করেছে।

অবস্থা এমন যে, জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক খেলার শিকারে পরিণত হয়েছে। বস্তুত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ছিল একটি রাজনৈতিক চমক। বিভিন্ন সময় ক্ষমতাসীন সরকারগুলো রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ করেছে। ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক বিবেচনায় এইসব নিয়োগ কখনো সমর্থন করেছে, কখনো বিরোধিতা করে প্রচণ্ড আন্দোলন করেছে উপাচার্য অপসারণের দাবিতে।

নষ্ট-ভ্রষ্ট রাজনীতির খেলা কিভাবে একটি শিক্ষাঙ্গনকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তার জ্বলন্ত নিদর্শন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নৈরাজ্য তো সৃষ্টি হয়েছেই শিক্ষা জীবনেও চলছে বন্ধ্যা অবস্থা।

এসব কিছুই হতো না যদি সরকারগুলো পাল্লা দিয়ে জিয়াপন্থী, এরশাদপন্থী, বিএনপিপন্থী এবং আওয়ামী লীগপন্থী উপাচার্য নিয়োগের প্রতিযোগিতায় না নামতো। শিক্ষাঙ্গন যে শুধুমাত্র শিক্ষারই অঙ্গন এই নীতির ভিত্তিতে শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকেই যদি উপাচার্য নিযুক্ত করতো তাহলে হয়তো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুরবস্থা হতো না। কারণ যখনই রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে ভিসি নিয়োগ করা হবে তখনই তিনি কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া শুধুমাত্র রাজনীতির কারণেই প্রতিপক্ষের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে পড়বেন। তখন ছাত্র এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তিনি হয়ে পড়েন প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি, তিনি আর ভিসি থাকেন না এবং এই কারণেই তার বিরুদ্ধে যেকোনো সময় আন্দোলন দাঁড় করানো সহজ হয়ে পড়ে।

সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে কি আমরা এটুকু সুবিবেচনা আশা করতে পারি না যে, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে 'রাজনৈতিক উপাচার্য' নিয়োগের নীতি থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাকাডেমিক বা প্রফেশনাল উপাচার্য নিয়োগ করাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং এটা শুধু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই অনুসরণ করবেন। জিয়া পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং সাদা দল, নীল দলের ভিসি আমরা আর দেখতে চাই না— বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দেখতে চাই।